দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

৮৬৫০ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন

বাসস ।। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরের জন্য আট হাজার ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) গতকাল অনুমোদন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় চলতি আর্থিক বছরের জন্য সাত হাজার ১৫০ কোটি টাকার সংশোধিত এডিপিও অনুমোদন করা হইয়াছে। পরিকল্পনা মন্ত্রী এ এম জহিরুদ্দীন খান আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী বছরের এডিপি পেশ করেন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ দেখানো হইয়াছে ২,৩৬০ কোটি টাকা যাহা এডিপি'র ২৭ ভাগ। চলতি আর্থিক বছরের সংশোধিত এডিপিতে আভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ ২৫ ভাগ। বৈঠকে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

৮৬৫০ কোটি

(১ম পৃঃ পর)

আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ বাড়িয়া ১৯৯৫ সাল নাগাদ ৩৫ ভাগ হইবে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বল্পকাল মধ্যে আর্থিক ও অর্থনৈতিক শৃংখলা ফিরাইয়া আনিতে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ হইতে এডিপিতে ২৫-২৭ ভাগ যোগান দিতে সফলকাম হইয়াছে।

সভায় বলা হয়, দারিদ্র্য মোচন কর্মসূচীর জন্য আগামী আর্থিক বছরে ১৭৮ কোটি টাকা আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। বৈঠকে জানানো হয় যে, বিশ্বময় বাজার অর্থনীতির ঝোঁকের সাথে তাল মিলাইয়া সরকারী খাত আগামী আর্থিক বছরে বিনিয়োগকারীর ভূমিকার চাইতে বরং সহায়কের ভূমিকা নিবে। এইজন্য এই প্রথম শিল্প পুনর্বাসন তহবিলের জন্য একশত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। দেশের সর্বত্র বিরাজমান বিদ্যুৎ সংকটের উল্লেখ করিয়া বৈঠকে বলা হয়, সমস্যাটি সমাধানের এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ও অন্যান্য এলাকায় গ্যাস সরবরাহের খাতের জন্য আগামী বছরের এডিপিতে ১৮১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, এডিপি নির্ধারিত সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার স্থলে চলতি বছর খরচ হইয়াছে ৭১৫০ কোটি টাকা যাহা উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়।

বৈঠকে এডিপির সময়োচিত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আরোপ করিয়া এনইসি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে।